SABDASARA

A

SANSKRIT-BENGALI DICTIONARY

শব্দসার

সংস্কৃত-বাঙ্গালা অভিধান

শব্দ, লিঙ্গ, অর্থ, বাচ্য, প্রত্যয়, ধাতু ও ধাত্বর্থসূচী সহিত

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপকচর

৺ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সঙ্কলিত

নানারূপে পরিবর্দ্ধিত

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—'শব্দসারে বাঙ্গালায় প্রচলিত শব্দ পাওয়া যায় না'। এ কথার উত্তর দিতে হইলে, এ বিষয়টি বিস্তারিতরূপে বিবৃত না করিলে চলে না। প্রথমতঃ দেখা উচিত 'শব্দসার' কীদৃশ বিদ্যার্থীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল ছাত্র সংস্কৃত কাব্যাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকেন, কোন্ শব্দটীর কোন্ লিঙ্গ তাহা জানা যাহাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়, কোন্ শব্দটীর কিরূপ ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ কোন্ শব্দটী কোন্ ধাতু ও প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং কোন বাচ্যে কি ভিন্ন অর্থ হয়, তাহা জানা যাঁহাদের বিশেষ আবশ্যক, সেই সকল ছাত্রদিগের জন্য এই শব্দসার প্রস্তুত হইয়াছে। এইজন্য এই অভিধানের নাম 'সংস্কৃত বাঙ্গালা অভিধান' দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দগুলির বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দগুলির মৌলিক আকৃতি প্রথমে সন্নিবেশিত হইয়াছে, অর্থাৎ হস্তী, বণিক্, বিপৎ প্রভৃতি শব্দ না লিখিয়া তাঁহাদিগের মৌলিক আকৃতি হস্তিন্, বণিজ্, বিপদ্ প্রভৃতি আকারই লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ছাত্রগণ এই অভিধানে হস্তী শব্দের অর্থ দেখিতে হইলে হস্তিন্ শব্দই দেখিয়া লইবেন, 'হস্তী' এইরূপ আকার দেখিতে পাইবেন না। কারণ, শব্দসারে সংস্কৃতমূলক বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলিই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ঐ শ্রেণীর শব্দের নিয়মানুসারে মৌলিক আকৃতিগুলিই নিবেশিত হইয়াছে।

অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় অথবা তদ্ভাষায় লিখিত পুস্তকে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, সেগুলিকে সাধারণতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—

১ম শ্রেণী—সংস্কৃতমূলক বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ;

২য় শ্রেণী—সংস্কৃতমূলক হইয়াও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ;

৩য় শ্রেণী—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া উৎপন্ন ;

৪র্থ শ্রেণী—বিভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত।

উপরি উক্ত পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলি সংস্কৃতমূলক বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ; সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ামানুসারে ঐ শব্দগুলি সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—, "হস্তিযূথ" লিখিতে হইলে 'হস্তি' এইরূপ হ্রস্ব-ইকারান্তে লিখিতে হইবে, কারণ, ইহার মৌলিক আকৃতি হস্তিন্, যূথ শব্দের সহিত সমাস হওয়াতে নকারের লোপ হইয়াছে। বাঙ্গালায় "হস্তীযূথ" এইরূপ লিখিলে ভুল হইবে ; কারণ এই শব্দটি সংস্কৃতমূলক, সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ামানুসারে ইহা সিদ্ধ হইবে। এই শ্রেণীর শব্দগুলিই এই 'শব্দসার' অভিধানে নিবেশিত হইয়াছে।

২য় শ্রেণী—যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক হইয়াও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত। যথা, অত্র শব্দ সংস্কৃত. কিন্তু 'আম' শব্দ সংস্কৃত হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার সহিত কোন সংস্কৃত শব্দ যুক্ত করা উচিত নহে। যথা, 'আম বৃক্ষ' না বলিয়া 'আম গাছ' বলিলেই ভাল হয়। এইরূপ সংস্কৃত 'মনস' শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালায় 'মন' বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ শব্দের পর 'যোগ' শব্দ যুক্ত করিলে 'মনযোগ' না লিখিয়া 'মনোযোগ' দেওয়া উচিত।

৩য় শ্রেণী—যে সকল শব্দ প্রাকৃত ভাষায় মধ্য দিয়া উৎপন্ন। যথা, সংস্কৃত 'মধ্য' শব্দের